যুগান্তর

তারিখ 19 FEB 2012
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৬

বাংলা একাডেমী পুরস্কার পেলেন দশজন

যুগান্তর রিপোর্ট

দশ বরেণ্য ব্যক্তিত্ব অর্জন করলেন ২০১১ সালের বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার। রীতি অনুযায়ী মেলার ১৮তম দিনে এ পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। বিকেলে মেলার মূলমঞ্চে একাডেমীর মহাপরিচালক ড. শামসুজ্জামান খান পুরস্কার ঘোষণা করেন। এবার প্রথমবারের মতো মোট ১০টি শাখায় পুরস্কার প্রদান করা হয়। গত বছর পর্যন্ত ছয়টি শাখায় পুরস্কার দেয়া হতো। এবারের পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন— কবিতায় যৌথভাবে অসীম সাহা এবং কামাল চৌধুরী, কথাসাহিত্যে আনিসুল হক, প্রবন্ধে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, গবেষণায় অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ, অনুবাদে অধ্যাপক খালিকুজ্জামান ইলিয়াস, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্যে বেলাল মোহাম্মদ, ভ্রমণ কাহিনীতে ড. অরুণ চক্রবর্তী, বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশে ড. আলী আসগর এবং শিশুসাহিত্যে আখতার হুসেন। নাটকে কাউকে মনোনয়ন দেয়া হয়নি। বিকেলে যখন এই পুরস্কার ঘোষণা করা হয়, তখন বাংলা একাডেমী চত্বরে লেখক-কবিদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। ঔপন্যাসিক হাসনাত আবদুল হাই পুরস্কারপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার একটি মর্যাদাসম্পন্ন পুরস্কার। এ ধরনের স্বীকৃতি একজন কবি ও লেখককে সাহিত্যচর্চায় আরও অনুপ্রাণিত ও নিবেদিত করে। তিনি বলেন, পুরস্কারের সংখ্যা আরও বাড়ানো উচিত। ছড়াকার লুৎফর রহমান রিটন বলেন, এবারের পুরস্কারপ্রাপ্তদের নাম দেখে মনে হচ্ছে বাংলা একাডেমী যোগ্যদের সম্মান জানাতে পিছিয়েছে। যোগ্যরাই পুরস্কার পেয়েছে। তিনি বলেন, কবিতায় যোগ্যদের দীর্ঘ লাইন থাকায় এবার হয়তো যৌথভাবে পুরস্কার দেয়া হয়েছে। ছড়াকার আমীরুল ইসলাম বলেন, খুব ভালো নির্বাচন হয়েছে এবার। যথার্থ ব্যক্তিরাই পুরস্কার পেলেন। তবে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ও আখতার হুসেন ব্যক্তিদের আরও আগে পাওয়ার কথা ছিল। পুরস্কার লাভে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন কবি কামাল চৌধুরী ওরফে ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। পেশাগত জীবনে কবি কামাল চৌধুরী সরকারের শিক্ষাসচিব। শনিবার রাতে মেলার লিটল ম্যাগ চত্বরে দাঁড়িয়ে আলাপকালে বলেন, সাহিত্য পুরস্কারগুলোর মধ্যে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার অনেক মর্যাদা ও সম্মানের। সে কারণে এ পুরস্কার পাওয়ায় তিনি আনন্দিত-উচ্ছ্বসিত।